ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১৫ ● কলকাতা ● ২৯ পৌষ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৫ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ফিরছেন বিদ্যা বালান, ফের বাজবে ' আমি যে তোমার'!

পৃঃ ৫

চোট নিয়ে যা বললেন শামি

পৃঃ ৬

শঙ্করের কোম্পানির অ্যাকাউন্টে

২ হাজার কোটি! তৃণমূল নেতা বললেন, 'দলের কোনও সম্পর্ক নেই

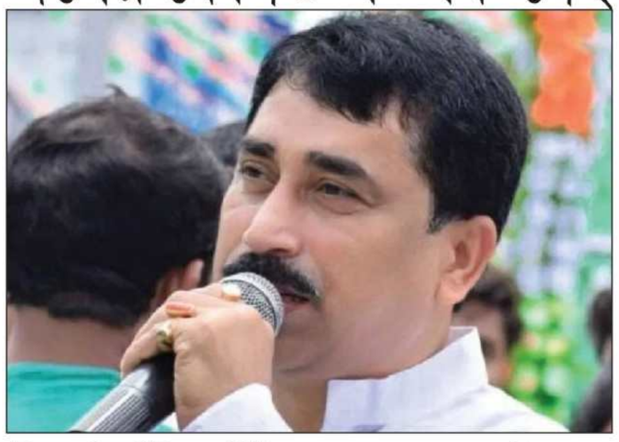

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন বনগাঁর তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য। ইডি জানিয়েছিল, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের থেকেই শঙ্করের নাম জানা যায়। সেই সূত্র ধরেই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে শঙ্করকে।আদালতের নির্দেশে শঙ্কর আঢ্য বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন। রবিবার তাঁকে বি আর সিং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। সেই সময় সাংবাদিকরা শঙ্করকে এই বিপুল অর্থের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তা শুনে তৃণমূল নেতা বলেন, 'আমাদের ব্যবসায় এমন হয়েই থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত ব্যবসায় এমন লেনদেন হয়। আমার দল এই টাকার সম্পর্কে কিছু জানে না।'

তদন্তে নেমে ইডি জানতে পারে 'আঢ্য ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ডিরেক্টর খাতায় কলমে শঙ্করের মা শিবানি আঢ্য ও ভাই মলয় আঢ্য। সিজিওতে ডেকে দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি অফিসাররা। তদন্তে জানা গেছে, এই শঙ্করের কোম্পানি 'আঢ্য ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছ ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা! যা

এরপর ৩ পাতায়

গঙ্গাসাগরের পুণ্য স্নানের আগেই ৪৬ লক্ষ তীর্থযাত্রীর স্নান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মকর সংক্রান্তির পূন্য স্নানের আগে গঙ্গাসাগরের পূণ্য ভূমিতে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৪৬ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য স্নান সেরেছেন। রবিবার রাত ১২ টা ১৩ মিনিট থেকে পুণ্য স্নানের সময়সূচী স্নান চলবে সোমবার রাত ১২ টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত। শনিবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানানো হয়।মেলার সুরক্ষার স্বার্থে ১৪ হাজারের বেশি পুলিশ, ৪৩ টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে ১৮ টি এন্টিক্রাইম পেট্রোলিং টিম ও ১৮ টি ফুট পেট্রোলিং টিম সহ একাধিক টিম কাজ করছে মেলা গ্রাউন্ডে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে করা হয়েছে ৫৪৮ টি ড্রপ গেট। ২৪০০ জন সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের জল প্রহরী পুণ্যার্থী দের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের গঙ্গাসাগর মেলাতে রেকর্ড পরিমাণে পূর্ণর্থীর সমাগম হতে পারে এমনটাই অনুমান করছে জেলা প্রশাসন। মেলাতে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে শনিবার পর্যন্ত ১৮০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর পাশাপাশি গত দু'দিনে মোট ৫ জন পুণ্যার্থীর বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারনে এয়ার লিফটে করে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।গঙ্গাসাগর মেলা নজরদারিতে রয়েছেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী।মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছেন মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সুজিত বোস, ইন্দ্রনীল সেন ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা কে পুণ্যার্থীদের কাছে সহজ ও সুগম করে তুলতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা।মুড়ি গঙ্গা নদীতে পুণ্যার্থীদের পারাপারের জন্য ২২ টি জেটি ব্যবহার করা হচ্ছে এর

এরপর ৩ পাতায়

রাম মন্দির উদ্বোধন ক্ষেত্রে

দাদাগিরি দেখানো ঠিক নয়', প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ পুরীর শঙ্করাচার্যের

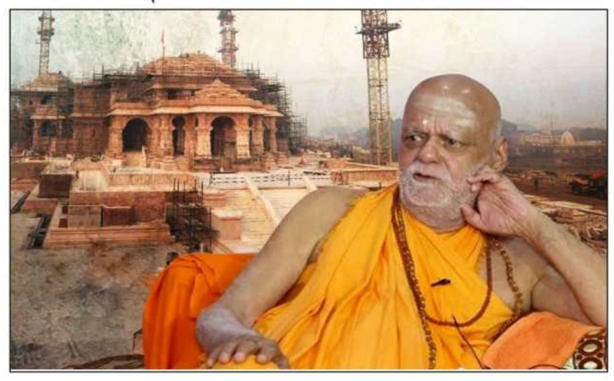

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্ম নিয়ে রাজনীতি? নাকি ধর্ম বনাম রাজনীতি? অযোধ্যার রামমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন পর্বে চর্চিত এই বিতর্ক আরও উস্কে উঠল পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজের কথায়। দেশের অন্যতম হিন্দুতীর্থ গঙ্গাসাগরের বার্ষিক মেলায় অংশ নিতে আসা শঙ্করাচার্যের মত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক গুরু'র অযাচিত হস্তক্ষেপ আসলে 'দাদাগিরি'ই।নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। গেরুয়া শিবিরের হিন্দুত্বের পোস্টার বয়, প্রচারের একমাত্র মুখ। রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের আর্জি ছিল- 'রামলালা'কে অযোধ্যার গর্ভগৃহে তিনিই যেন প্রতিষ্ঠা করান। লোকসভার ভোট বছরে সেই আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ২২ জানুয়ারির উদ্বোধন পর্বের আগে গেরুয়া শিবির যখন 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' ডঙ্কা বাজাচ্ছে, সেখান থেকেই আপত্তি শুরু দেশের চার শঙ্করাচার্যের। তাঁরা মত দিয়েছেন, হিন্দু মন্দির ধ্বজাহীন হতে পারে না। তাই আসাম্পূর্ণ মন্দিরের উদ্বোধন কোনওভাবেই শাস্ত্রসম্মত

এরপর ৩ পাতায়

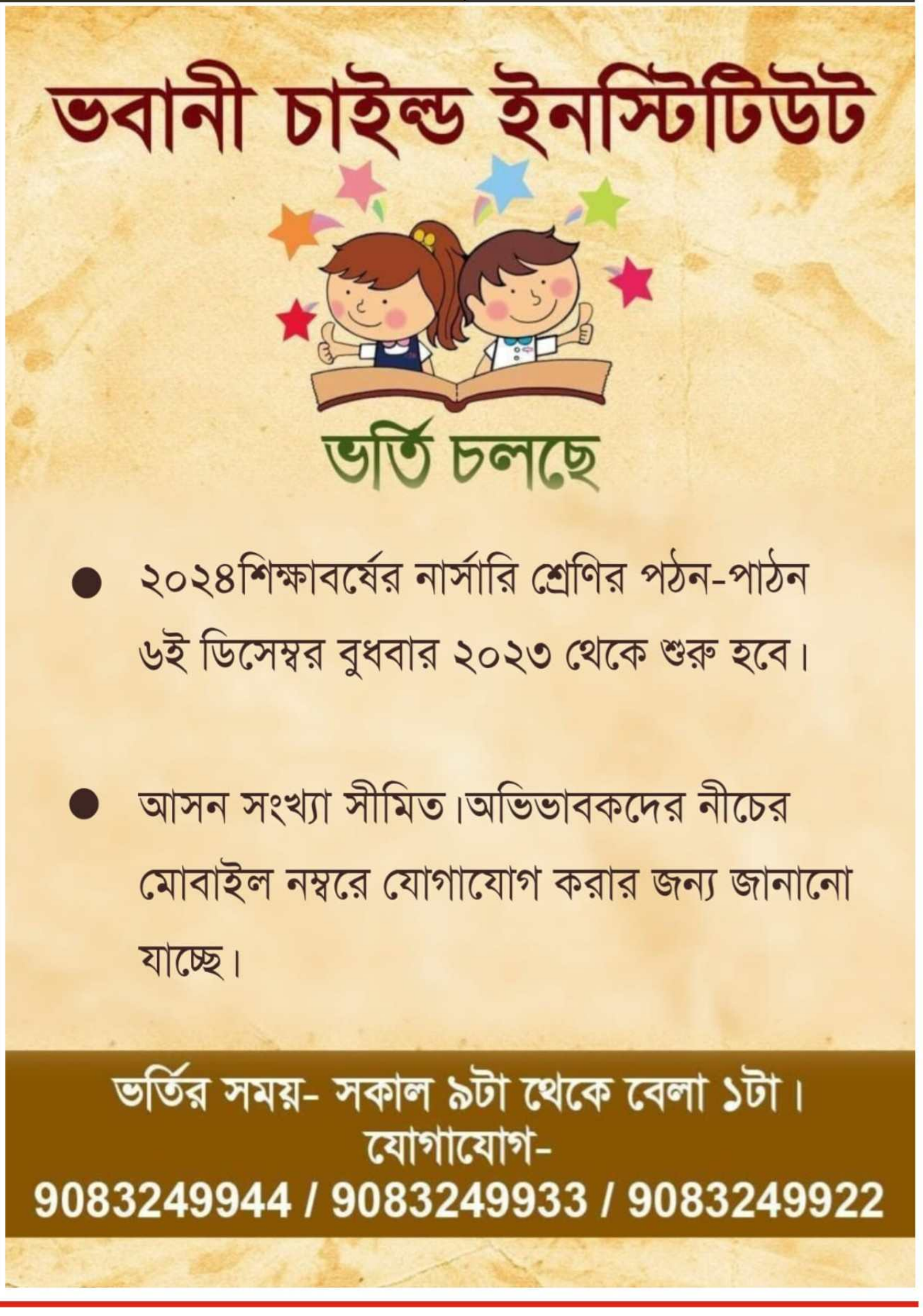

সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার বেড়ে ৪

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার আরও ২! শনিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন একাধিক এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে আলি হোসেন ঘরামি এবং সঞ্জয় মণ্ডল নামে ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই নিয়ে ইডির উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪।গত সোমবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম মুখ খুলেছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। তিনি বলেছিলেন, 'কাউকে ছাড়া হবে না। যারা আইন ভেঙেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

সন্দেশখালি কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনকী বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ও মুখ খুলেছিলেন। রাজ্যে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ফোর্স পাঠানোর আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে বিজেপি। সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছিল। রাজ্য পুলিশকে তিনি বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন বলেও খবর। তারপরেই ৪ জনের গ্রেফতারি তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।ঘটনার দিনের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে শুক্রবার দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেটাই ছিল এই ঘটনায় প্রথম গ্রেফতারি। ধৃতদের নাম ছিল মেহবুব মোল্লা ও সুকমল সর্দার। ৫ তারিখের ঘটনার পরে ভেরি এলাকায় লুকিয়ে ছিল তারা। পুলিশ তখনই জানিয়েছিল, ধৃতদের জেরা করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে। সেই মতোই শনিবার রাতে ফের তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। তারপরেই মিনাখাঁর খড়িবেড়িয়া থেকে পাকড়াও করা হয়েছে আলি হোসেন ঘরামিকে। আর ন্যাজাট থেকেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে সঞ্জয় মণ্ডলকে। ভিডিও ফুটেজে হামলার ঘটনায় জড়িত আরও বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা গেলেও তাদের এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার ৯ দিন পরেও মূল অভিযুক্ত তথা হামলার মাস্টারমাইন্ড শেখ শাহজাহানের কোনও হদিসই পায়নি পুলিশ। বিরোধী বিজেপির অভিযোগ, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সেই দেশে কিংবা পড়শি দেশ মায়ানমারে পালিয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতা। তবে তার সপক্ষে এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতিতে। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডি অফিসাররা। মাথা ফেটেছিল ৩ জন আধিকারিকদের।বাধা দিতে গিয়ে হামলাকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। ওই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে।

গঙ্গাসাগর মেলায় এসে মৃত্যু হল
ভিন রাজ্যের দুই তীর্থযাত্রীর

গঙ্গাসাগর: নিউজ সারাদিন : শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ । আর এই গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে লক্ষ্য লক্ষ্য পুণ্যার্থীদের সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে সাগরে। আর এই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাগমের মধ্যেই মৃত্যু হল ভিন রাজ্যের দুই পুণ্যার্থীর। গঙ্গাসাগরে আসার সময় নামখানার ফেরী ঘাটের কাছে হঠাতই অসুস্থ বোধ করে উত্তরপ্রদেশের বইরা এলাকার প্রহ্লাদ সিং (৬৯) নামে এক তীর্থযাত্রী।এরপর ফেরী ঘাটে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নামখানা নারায়ণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় ।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ভিন রাজ্যের তীর্থযাত্রীদের মৃত্যু হয়ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং মৃতদেহগুলিকে সতকার করার জন্য সমস্ত রকম সাহায্যর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। ইতিমধ্যে গঙ্গাসাগর মেলায় কয়েক লক্ষ্য পুণ্যার্থীদের সমাগম হতে শুরু করে দিয়েছে। রঙিন আলোয় আলোকিত গঙ্গাসাগর মেলা।

এরপর ৩ পাতায়

মিরাকল! এক নয়,দুই নয়,
এক্কেবারে তিন-তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন মা

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : একটি নয়। দুটিও নয়।এক্কেবারে তিন-তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভক্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা আসবি খাতুন।আর এই খবর জানতে পেরে সেই মহিলার বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে ছুটে গেলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশিষ্ট সমাজসেবক জিয়াউর রহমান চৌধুরী। রবিবার ওই মহিলার হাতে শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র ও কিছু খাবার তুলে দেন।যমজ সন্তানের জন্ম অনেকেই দেখেছেন,কিন্তু একসঙ্গে তিনটি সন্তান তাও আবার কোনোরূপ সিজার অপারেশন ছাড়াই!এ যেন মিরাকল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ হেন ঘটনা খানিক বিরল বলেই পরিচিত। জানা গিয়েছে,গত ৮ জানুয়ারি রাতে মালদহের চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে তিন সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। হাসপাতাল সূত্রে খবর এদিন সন্ধ্যায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হন আসবি। এরপর রাত দশটা থেকে বারোটা নাগাদ সিজার অপারেশন ছাড়াই ওই মহিলা তিন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপার ইনচার্জ মহম্মদ সামিম জানিয়েছেন, মাত্র ৩৩ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ওই মহিলা।ফলে প্রসব হওয়াতে ঝুঁকি ছিল। দুই সন্তান ও মা সুস্থ থাকলেও এক সন্তানকে এসএনসিইউতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ঘটনা অস্বাভাবিক না হলেও খানিক বিরল তো বটেই।

রাতে ফ্ল্যাটের ছাদে জোরে বাজছে বক্স,
বারণ করতেই পুলিশকে বেধড়ক 'মার' মদ্যপদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সন্ধ্যে থেকে বাজছে ডিজে। রাত গড়িয়ে গেলেও হুঁশ নেই। বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এলেও স্বস্তি মিলল না। বেজেই চলল ডিজে। উল্টে থামাতে গিয়ে একদল মদ্যপদের হাতে মার খেল পুলিশ। এন্টালি থানা এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দা সাংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমাদেরও জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল। রাতে খেয়ে দেয়ে ঘরে চলে আসি। রাত একটা পর্যন্ত বক্স বাজছিল। আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। পরে হঠাত চিকিতকার চেঁচামেচি শুনে

এরপর ৩ পাতায়

ভাঙড়ে শওকতের হুঁশিয়ারি,
নিন্দায় আইএসএফ এবং বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সদ্য কলকাতা পুলিশের ডিভিশন হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপ অব্যাহত। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লার 'হুঁশিয়ারি' নিয়ে তৈরি হল বিতর্ক। রবিবার কার্যত প্রশাসনকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন শওকত। যা নিয়ে সরব হয়েছে আইএসএফ এবং বিজেপি।বস্তুত, দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে খড়গাছিতে আইএসএফ এবং তৃণমূলের মধ্যে অশান্তি হয়। প্রেক্ষিতে সভা করে তৃণমূল। শাসকদলের অভিযোগ, তাদের তিন কর্মীর উপর হামলা হয়েছে। তাঁরা সবাই গুরুতর জখম হয়েছেন। রবিবারের সভা তারই প্রতিবাদে। সেখানে শওকতের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আইএসএফ নেতা রাইনুর হক বলেন, "রাজনীতি করতে এসে খুনোখুনি কেন করতে হবে? মানুষের যাকে পছন্দ তাকেই বেছে নেবে। আর শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষ ভাবে ভোট হলে ভাঙড়ের মাটিতে তৃণমূল বলে কিছু থাকবে না।" তাঁর সংযোজন, "রক্তারক্তি না হলে ভাঙড়ের মাটিতে তৃণমূল থাকতে পারবে না। তাই আগে থেকে ভয় পেয়ে শওকত মোল্লারা এ সব বলছেন।" স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলেন, "মানুষ আর তৃণমূলের সঙ্গে নেই। পুলিশ এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। নিরপেক্ষ ভাবে ভোট হলে ভাঙড়ে তৃণমূল একটি ভোটও পাবে না।"রবিবার ভাঙড়ের বোদরা অঞ্চলের খড়গাছিতে একটি প্রতিবাদ সভা এবং বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে তৃণমূল। সেখানে নাম না করে মূলত আইএসফকে নিশানা করে শওকত বলেন, "রাজনৈতিক লড়াইয়ে দু-এক জন খুন হলেও শত্রুর সঙ্গে এক ইঞ্চিও কম্প্রোমাইজ করব না।" এখানেই থামেননি তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর সংযোজন, "প্রশাসন যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়, তা হলে তাঁদের শাস্তি এখানকার জনগণের থেকে পেতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের বোদরা এলাকায় 'জিনা হারাম' করে দেব! দায়িত্ব নিয়ে আমি বলে যাচ্ছি।" শওকতের একাধিক মন্তব্যে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু শওকত আছেন শওকতেই। তৃণমূল বিধায়কের এ বারের মন্তব্যকে আরও 'গুরুতর' হিসাবে দেখছেন বিরোধীরা। তাঁদের ব্যাখ্যা, বিধায়ক কার্যত আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য জনগণকে ফুঁসলাচ্ছেন।

ভোররাতে জেসিবির তাণ্ডব!
গুড়িয়ে ফেলা হল একের পর এক দোকান, চাঞ্চল্য মেদিনীপুর শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : ভোররাতে জেসিবির তাণ্ডব! গুড়িয়ে ফেলা হল একের পর এক দোকান,এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহরে।

জানা গিয়েছে,রবিবার ভোররাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ২ টি জেসিবি নিয়ে মেদিনীপুর শহরের গোলকুয়াচক সংলগ্ন এলাকায় অতর্কিতভাবে বেশ কয়েকটি দোকান গুড়িয়ে দেয় একদল দুষ্কৃতী।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন গোটা ঘটনাটি সংঘটিত করার সময় দুষ্কৃতীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ছিলেন।

ঘটনার পরেই হকচকিত হয়ে যান তাঁরা, এরপর তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এরপর খবর পেয়ে যখন পুলিশ ও পৌরসভার আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান, ততক্ষণে ফেরার হয়ে যান জেসিবি সহ অভিযুক্তরা।

ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত মানুষজন ব্যবসায়ীরা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলেন তাঁরা।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গোলকুয়াচক এলাকায় ওই স্থানে একটি প্রমোটিংয়ের কাজ শুরু হয়েছিল।ওই স্থানে বেশ কিছু দোকান দখল করেছিল। সম্প্রতি সেই দোকানগুলি উচ্ছেদ নিয়ে একটি মামলাও চলছিল। তার মাঝেই দুষ্কৃতীরা জেসিবি নিয়ে এসে গুড়িয়ে দিয়ে চলে যায় দোকানঘর গুলি।

তবে কি এই ঘটনায় প্রমোটিংয়ের যোগসাজস রয়েছে? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় দোকানদারদের দাবি, প্রায় জনা চল্লিশ মুখে কাপড় বেঁধে এই দোকানগুলি গুড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপশি তাদের কাছে অস্ত্র ছিল বলেও বিস্ফোরক দাবি করেছেন তাঁরা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মেদিনীপুর পৌরসভার পৌর প্রধান সৌমেন খান সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

ঘটনায় পৌরপ্রধান সৌমেন খান জানান, "আমরা প্রশাসনকে অবিলম্বে চিহ্নিতকরন করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি। অবৈধ ভাবে এমন হিংসাত্মক ঘটনায় যারা জড়িত তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এ ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে আটক করেছে। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালী থানার পুলিশ।

১-ম পাতার পর

রাম মন্দির উদ্বোধন ক্ষেত্রে দাদাগিরি দেখানো ঠিক নয়', প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ পুরীর শঙ্করাচার্যের

নয়। আর অ-ব্রাহ্মণকে নিয়ে গর্ভগৃহে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা, তাও মানা যায় না। চার শঙ্করাচার্যই জানিয়ে দিয়েছেন, অযোধ্যা যাবেন না তাঁরা। রাজি করাতে আসরে নেমে পড়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর বিজেপির তাবড় নেতারা। সেই আবর্তে পুরীর শঙ্করাচার্যের এদিনের মন্তব্য আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'রামলালার মন্দিরের জন্য যে সেবায়েতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ ভগবানকে স্পর্শ করতে পারেন না। সেবায়েত ছাড়া ওখানে কারও যাওয়াও উচিত নয়।'এখানেই থেমে থাকেননি হিন্দু ধর্মের এই অন্যতম ধর্মীয় পদাধিকারী। প্রধানমন্ত্রীর পদ উল্লেখ করে মেলা প্রাঙ্গণের শিবিরে বসে শনিবার তাঁর ঝাঁঝালো কটাক্ষ-'ধর্মীয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন করো। কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে দাদাগিরি দেখানো ঠিক নয়। এতে রাষ্ট্রপ্রধানের অপমান হয়।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পুরীর শঙ্করাচার্যের পরামর্শ- 'পিএমের উচিত, ধর্মের বিষয়কে ধর্মীয় জায়গাতেই রাখা। সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।' কটাক্ষ বাণের তীব্রতা বাড়িয়ে তাঁর বক্তব্য- 'সব জায়গায় নিজের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব প্রমাণ আর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা উন্মাদের লক্ষণ। উন্মাদ, এই পরিচয় কারও দেওয়া উচিত নয়। এর আগেও অনেক রাষ্ট্রনেতা এসেছেন। যেমন প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণন। এঁদের কারও মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোনও উন্মাদনা ছিল না।'

১-ম পাতার পর

শঙ্করের কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ২ হাজার কোটি! তৃণমূল নেতা বললেন, 'দলের কোনও সম্পর্ক নেই'

নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতিতে। এই টাকার সঙ্গে রেশন দুর্নীতির যোগ আছে কিনা তাই খুঁজছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা। এবার এই টাকার বিষয়ে মুখ খুললেন শঙ্কর। রবিবার তিনি বলেন, 'এটা ব্যবসার টাকা। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।'

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে গত ৫ জানুয়ারি একযোগে উত্তর ২৪ পরগনার দুই জায়গায় হানা দেয় ইডি। সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও বনগাঁতে শঙ্করের বাড়িতে। শাহজাহানকে না পেলেও শঙ্করকে বাড়িতেই পেয়েছিল ইডি। দিনভর জেরা ও তল্লাশি অভিযানের পর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তল্লাশি অভিযানে গিয়ে ইডি অফিসাররা শঙ্করের সংস্থা 'আঢ্য ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর খোঁজ পান। সেই সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঘাঁটতে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে গোয়েন্দাদের। দেখেন অ্যাকাউন্টে আছে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কী সেই নিয়ে ধন্দে পড়ে যায় ইডি।

১-ম পাতার পর

গঙ্গাসাগরের পুণ্য স্নানের আগেই ৪৬ লক্ষ তীর্থযাত্রীর স্নান

পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের চলাচলের জন্য ২৫০০ বাস ৬ টি বার্জ ৩৮ টি ভেসেল ও ১০০ টি লঞ্চের ব্যবস্থা রয়েছে। ঘন কুয়াশার কারণে নিরাপদে পারাপারের জন্য কুয়াশাভেদী আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ওকে টিম উপগ্রহের সাহায্যে অত্যন্ত প্রয়োজন গঙ্গাসাগর মেলাতে বাস লঞ্চ সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দের জন্য অধিক সংখ্যায় উন্নততর যাত্রী নিবাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল: ডঃ মীনা ঝা

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারী ২০২৪ (এজেন্সি): নিউজ সারাদিন : বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক (ড.) মীনা ঝা বলেছেন যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল এবং এখানকার শিশুরা খুবই পরিশ্রমী।

B.Tech-এর পর কম্পিউটার সায়েন্সে গ.এঞবপয এবং চযউ করা ডক্টর ঝা এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। তিনি বলেছিলেন যে আইআইটি-কে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি রোল মডেল হিসাবে বিবেচনা করে এবং এগিয়ে গেলে এখানকার শিক্ষা আরও উন্নত হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ ঝা বলেন, বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা গুরুতর বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন এবং সমাজে মাটিতে নিয়ে যাওয়ার উপর ভিত্তি করে যেখানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা শুধু এর ওপরই।প্রশ্ন হলো কীভাবে পরীক্ষায় ভালো পাস করা যায়। তবে এখানকার শিশুরা খুবই পরিশ্রমী।

তিনি আরও বলেন, ভারতেও আইআইটি এবং কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে গবেষণার স্তর বিশ্বের জন্য একটি মডেল।এটি অন্যান্য ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেছিলেন যে ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প এবং সমাজের সাথে একত্রে কাজ করে কেবল কর্মসংস্থানই বাড়াবে না বরং আরও দক্ষ ও দক্ষ শিশু তৈরি করবে। এস.

মুন্ডু' পরে উতসবে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুন্ডু' পরে পুজো করছেন প্রধানমন্ত্রী। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। দক্ষিণ ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম মুন্ডু। বাংলার ধুতির মতো দেখতে একটি পোশাক, যা পরা হয় লুঙ্গির মতো করে। সেই পোশাক পরেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগানের দিল্লির বাড়িতে পোঙ্গল উতসবে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাদা ধুতির উপর কালো কোট পরেছেন প্রধানমন্ত্রী। গায়ে চাপিয়ে নিয়েছেন শাল। এল মুরুগানের দিল্লির বাসভবনে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। পন্ডিচেরির লেফটেন্যান্ট গর্ভনর এবং তেলঙ্গনার রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মোদীজিকে দেখা গেছে, একটি পাত্র থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আগুনের উপর বসানো হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিতে। তারপর মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যান তিনি। তারপর গরুর গলায় মালা পরিয়ে সেটিকে খাবার খাওয়ান তিনি। তারপর উপস্থিত জনতা পোঙ্গলের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী।

বাড়িতে বসেই গঙ্গাসাগর মেলার দর্শন

গঙ্গাসাগর : স্টাফ রির্পোটার : গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে সাগরে সাজো সাজো রব। ১৭ জানুয়ারি অবধি এই মেলা চলবে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিবেশ বান্ধব মেলা করতে বদ্ধপরিকর জেলা প্রশাসন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এছাড়াও গঙ্গাসাগর বকখালি দেবলবমেনট অথোরিটি আধিকারিক-সহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেয়।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা এবার ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ হবে। গত বছরের তুলনায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা।গঙ্গাসাগর মেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মুক্ত মেলা করার লক্ষ্যে গঙ্গাসাগর মেলাতে যে সকল ব্যবসায়ীরা প্লাস্টিকের ব্যাগের বিনিময়ে কাগজের ব্যাগ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলায় দূর দূরান্ত থেকে আসা পূণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে তাঁদের বিশ্রামের জন্য অন্যান্য বছরের মতো দক্ষিণ ২৪ পরগণার জোকা থেকে কচুবেরিয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোট ১৩ টি বাফার জোন তৈরি হয়েছে।

সেই বাফার জোনে বিশ্রামে পূণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই সংক্রান্ত বিষয় সুনিশ্চিত। পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল ও শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও থাকছে পূণ্যার্থীদের জন্য গাড়ি পার্কিংয়ের বিশেষ জায়গা।পাশাপাশি বাফার জোনে থাকছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। যদি কেউ শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন, বা যদি কেউ মেলা পর্যন্ত যেতে না পারেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের কথা মাথায় রেখে করা হচ্ছে জায়ন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা।

ওই জায়ন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমেই দেখা যাবে গঙ্গা সাগরের মেলা ও মন্দিরের পুজো। এর পাশাপাশি পূণ্যার্থীদের সঙ্গে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্রামরত পূণয়ার্থীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশ প্রশাসনের তরফে বাফার জোনে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর মেলা সংক্রান্ত বিষয় খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন। জায়েন্ট স্কিনে দেখানো হচ্ছে ভেসেল ও লঞ্চের টাইম। ভিন রাজ্য থেকে আগত মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা মহিলা পূর্নার্থীদের নিরাপত্তার জন্য বাবার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে মহিলা পুলিশ।

২ পাতার পর

গঙ্গাসাগর মেলায় এসে মৃত্যু হল ভিন রাজ্যের দুই তীর্থযাত্রীর

পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে সমস্ত রকম ব্যবস্থা রেখেছে জেলা প্রশাসন।এরপর ওই ব্যাক্তির অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে গঙ্গাসাগরে এসে গঙ্গাস্নান করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল রাজস্থানের দোওসা এলাকার এক বাসিন্দা মোহনলাল প্রজাপতির (৫৭)। গঙ্গা স্নান করার সময় হঠাতই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। এরপর গঙ্গাসাগরের কর্তব্যরত বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়।

২ পাতার পর

রাতে ফ্ল্যাটের ছাদে জোরে বাজছে বক্স, বারণ করতেই পুলিশকে বেধড়ক 'মার' মদ্যপদের

বাইরে বেরিয়ে দেখি পুলিশ এসেছে।' পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তিন জন প্রভাত সরকার, বাপি সরকার ও বাপ্পা সরকার। সেই পার্টি উপলক্ষ্যে সন্ধে থেকেই বাজছিল বক্স। রাত বাড়লেও সেই বক্স বন্ধ হয়নি। বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারা ১০০ ডায়াল করে পুলিশে অভিযোগ জানান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে এন্টালি থানার পুলিশ। বক্স বন্ধ করতে বললেই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে পার্টিতে আসা লোকজনদের। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ও এ সার্জেনের গায়ে হাত তোলেন অভিযুক্তরা। তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এর আরও পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তিনজনকে গ্রেফতার করে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১৫ সংখ্যা ১৫ জানুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ২৯ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নতুন চ্যালেঞ্জ রাহুলের

মণিপুরের থৌবলের খংজোমে ১৮৯১ সালের যুদ্ধে মৃতদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে এদিন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি সেখানে একটি বড় সমাবেশে ভাষণও দেন। এর আগে দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে একটি চাটার্ড বিমানে ইম্ফল পৌঁছন রাহুল গান্ধী। কুয়াশার কারণে বিমান ইম্ফলে দেরি পৌঁছনোয় রাহুল গান্ধী ক্ষমাও চেয়ে নেন।এদিন এই যাত্রা শুরুর সবুজ সংকেত দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, এই ধরণের যাত্রা অতীতে হয়নি, ভবিষ্যতে হবেও না। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, মোদী ভোট চাইতে মণিপুরে আসেন, কিন্তু সাধারণ মানু। যখন সমস্যায় পড়েন, তখন তিনি সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটান কিংবা রামের নামে ধর্মীয় কাজ করেন। এর আগে রাহুল গান্ধী কীভাবে রাজ্য সফর করেছিলেন, তা মনে করিয়ে দেন কংগ্রেস সভাপতি।ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব উত্তর-পূর্ব থেকে পূর্ব ভারতের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ভারতের দিকে যাবে ৬৭০০ কিমি পথ। ১৫ টি রাজ্যের মধ্যে দিতে এই যাত্রা ২০ মার্চ মুম্বইয়ে শেষ হবে।

রাহুল গান্ধী এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, গত বছরের ২৯ জুন তিনি মণিপুর এসেছিলেন। তখন তিনি যা দেখেছিলেন কিংবা শুনেছিলেন, তা কখনও তিনি দেখেননি কিংবা শোনেননি। রাহুল গান্ধী বলেন, তিনি ২০০৪ সাল থেকে রাজনীতি করছেন। কিন্তু এই প্রথম কোনও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার পতন তিনি দেখলেন। তিনি অভিযোগ করেন, মণিপুর এখন বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যার প্রতি কোণে ঘৃণা ছড়িয়ে রয়েছে।রাহুল গান্ধী বলেছেন, বহু মানুষ সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের সামনে অন্যদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চোখের জল মুছতে কিংবা আলিঙ্গন করতে মণিপুরে যেতে দেখা যায়নি। রাহুল কটাক্ষ করে বলেছেন, সেই কারণেই হয়তো মণিপুর ভারতের অংশ নয় এবং তাঁদের ব্যথা আপনার ব্যথা নয়।

রাহুল গান্ধী বলেছেন, মণিপুর বিজেপি ও আরএসএসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘৃণা ও আদর্শের রাজনীতির একটি উদাহরণ মাত্র। এদের কাছে মণিপুর ভারতের অংশ নয়। তিনি আশ্বস্ত করে বলেছেন, কংগ্রেস মণিপুরে সম্প্রীতি ও শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। ন্যায় যাত্রার নামকরণের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, বর্তমানে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবিচার তুলে ধরতে এটি করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই সফরের উদ্দেশ্য হল সব শ্রেণির- সব পেশার মানুষের সমস্যার কথা শোনা।

বাড়িতেও সম্ভব পুণ্যস্নান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাঙালির হেঁসেলে হেঁসেলে ঘন দুধ দিয়ে তৈরি পিঠেপুলি, সরুচাকলি, সেদ্ধ পিঠে তৈরি করার সুমিষ্ট গন্ধ বের হবে। বাঙালিদের মধ্যে এই উতসবকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়, তেমনি গোটা ভারতেই এদিনকে নানানামে বিভিন্ন উপায়ে পালন করা হয়। শাহিস্নানের মাধ্যমে পূণ্যলাভ থেকে শুরু করে সূর্যপুজো, লক্ষ্মীপুজো, লোহরি উতসবের মাধ্যমে পালিত হয় মতর সংক্রান্তি।বৈদিক ক্যালেন্ডার অনুসারে, মকর সংক্রান্তির মুহূর্তটি হবে দুপুর ২টো ৫৫ মিনিটে। এ দিনে, শুভ সময় সকাল ৭টা ১৫ মিনিট বিকেল ৫টা ৪৪মিনিট পর্যন্ত হবে। মহা পুণ্যকাল সকাল ৭টা ১৫মিনিট থেকে ৯টা পর্যন্ত হবে। শ্বাস করা হয় যে মকর সংক্রান্তির দিনে স্নান, দান ও মহাপুণ্যকালে পূজা করলে পুজো সফল হয়। সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।এই সংক্রান্তিই বাঙালির কাছে পৌষ সংক্রান্তি নামে পরিচিত। সাধারণত, এদিন সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১৫ জানুয়ারি, সোমবার সরাসরি মকর রাশিতে প্রবেশ করবে গ্রহরাজ।

মনে করা হয়, পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকেই একটি যুগের সূচনা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই বিশেষ দিনে ভগবান বিষ্ণু ও সূর্য দেবতার পূজা করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া এ দিনে পবিত্র স্নান করলেও অনন্ত পুণ্য পাওয়া যায়। তাই পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের জন্য ভিড় বাড়ে পূণ্যার্থীদের। এবছরও সেই ঘটনার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগরে শুরু হয়েছে পূণ্যার্থীদের ভিড়ে।শাস্ত্রে বলা আছে যে সংক্রান্তির দিনে গঙ্গা, যমুনা বা অন্যান্য পবিত্র নদীতে স্নান করলে জীবনের সমস্ত পাপ মোচন হয়। তিনি মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠের বাসস্থান লাভ করেন ভক্তরা। এছাড়াও এই বিশেষ দিনে পবিত্র স্নান করলে জীবনে আসা নানা ধরনের বাধা দূর হয়। এর পাশাপাশি মকর সংক্রান্তির দিনে পবিত্র নদীর তীরে পিণ্ডদান, তর্পণ বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করলে পিতৃপুরুষদের আত্মা শান্তি পায়। পিতৃ দোষের কারণে সমস্যায় থাকলে, সুফল পাওয়া যায় হাতেনাতে।

এ বছর মকর সংক্রান্তি সপ্তাহের প্রথম দিনেই পালিত হচ্ছে। তাই অনেকে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, গঙ্গাসাগরে না গেলে তো পূণ্যস্নান হওয়া সম্ভব নয়, তা কিন্তু ঠিক নয়, শাহি স্নান করা যায় বাড়িতেও। এমনটা উল্লেখ রয়েছে । যদি কোনও ব্যক্তি কোনও কারণে পবিত্র নদীতে স্নান করতে অক্ষম হন তবে তিনি বাড়িতে স্নান করার সময় জলে গঙ্গা জল মিশিয়ে স্নান করতে পারেন। এই সময় গঙ্গাজলের সাথে তিল যোগ করতে পারেন। তাতে পবিত্র স্নানের মতো পুণ্য লাভ করে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্বারকার কাছে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষভাগে, একমতে খ্রিস্টের দেড় হাজার বছরেরও আগে। মহাভারতে আছে যে নিষাদদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য বিনাশণ নামক স্থানে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়েছে। নদীর স্থানীয় নামই এই ঐতিহ্য বহন করছে। আবার অনেকে বলেন, সিন্ধুনদই সরস্বতী। সরস্বতী ও সিন্ধু দুটি শব্দের অর্থই নদী।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলিযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

ধর্ষণ, কিনা করতে পারে!তারাই কিন্তু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত, এটাই তো এই যুগের ইতিহাস! সত্য কথা বললে এযুগের তার কোন স্থান নেই, একথা বলতে গেলে নিজের ইতিহাসের কথা স্মরণ চলে আসে! সত্যের জন্য আমি সবকিছু করছি কিন্তু আমার পাশে কেউ নেই, আসলে এই যুগের ধর্ম তাই! তবে কলিযুগের মধ্যে সত্যযুগ ফিরে আসবেই আসবে!কলি তো ধ্বংস হবেই হবেই আর সেই ধ্বংসলীলা তো আজ মনে হচ্ছে, করোনা ভাইরাস যা পৃথিবীর বুকে মহামারি আকার ধারণ করেছে। হে ঈশ্বর এই কি তোমার লীলা খেলা। তোমার ধ্যান জ্ঞান ও প্রচারের কথা আমরা তো ভুলে গেছি আজকের যুগে। আমরা শুধু আমার আমার আমার করে আখের গোছাতে ব্যস্ত, সত্য কথা বলাটা কে ভুলে গেছি। আজকে তাই মহামারীর রূপ নিয়েছে, তবে ধ্বংসের পিছনে সৃষ্টি তো তুমি করবেই করবেই। ইতিহাস তত্ত্ব এখনো বহন করে যাচ্ছে, তবে কলিযুগের অবতার তিনি হচ্ছেন নিমাই সন্ন্যাস।সে ইতিহাস নিয়ে লেখার মত কপাল হয়েছে এই হতভাগ্য অসহায় ক্ষুধার্ত ব্যক্তির। তবে জ্ঞানের আলো তো সেভাবে কোনদিন দেখিনি ,যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে ততটুকু আজ অধ্যায়নের করার সুযোগ তুলে ধরছি এ যুগের মধ্য কথা।। কলিযুগে ভয়ঙ্কর দুরবস্থার জন্য দায়ী মানুষের তমোগুণের মায়াহীন নিষ্ঠুর প্রভাব। নিদ্রা, তন্দ্রা, হিংসা, মায়া, অসত্য, বিষাদ, শোক, মোহ, শান্ত, ধীর, সহিষ্ণু, লোভ, লালসা সবকিছু আচ্ছন্ন থাকছে রজ ও তমোগুণের বর্বর আচরণে। সনাতন দর্শনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারটি সময় বা যুগ চক্রাকারে পরিবর্তন হচ্ছে। যুগ চারটির আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা আছে। সত্য যুগের ছিল সতের লক্ষ আটাশ হাজার বছর। ত্রেতা যুগের বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার, দ্বাপর যুগের ছিল আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর, আর সর্বশেষ কলির বয়স নির্ধারণ করা আছে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর। লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলা পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকাল থেকে শুরু করলে ইতোমধ্যে আমরা কলিযুগ অতিক্রম করেছি পাঁচ হাজার বছর। যুগ পরিক্রমায় সত্য যুগে ধর্ম আচরণ ছিল হাজার বছর ধরে ধ্যানে মগ্ন থাকা। ত্রেতাযুগের ধর্ম প্রক্রিয়া ছিল যজ্ঞ করা। দ্বাপরে ছিল মন্দিরে মন্দিরে ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা। বর্তমান কলিযুগে প্রেমভক্তিতে রসসুধা আস্বাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তন 'হরিনাম সংকীর্তন'।

মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। আধুনিক আমলের ঈশ্বর লাভের বিজ্ঞানসম্মত উপায় 'হরিনাম সংকীর্তন' এর ভিত্তিভূমির নবজাগরণ ঘটান মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় শ্রেণি বিন্যাসের পবিত্রতার মানদ- প্রবলভাবে আলোড়িত ছিল। বৈদিক আর প্রাকবৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে আধুনিক সভ্যতা গড়ে ওঠার চেষ্টা হচ্ছিল। প্রকৃতিবাদী হিন্দু রীতিতে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, বাতাস, প্রত্যুষ, বৃষ্টি সবই দেবতা স্তবের বৈদিক ধারা। খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার পাঁচশত বছর আগে ঋগ্বেদ আর আড়াই হাজার বছর আগে যখন বেদ রচনা হয় তখন থেকেই ঈশ্বর প্রার্থনার জন্য হিন্দুরা আধুনিক মননরীতিতে প্রভাবিত হয়। রক্ষণশীলতা আচার সর্বস্বতা পরিত্যাগ করে সুনির্দিষ্ট দেবতা আরাধনায় মনোনিবেশ করে। বহু জাতি আর নানান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে সিন্ধু তীরের হিন্দু সভ্যতার তাৎপর্যের ইতিহাস আধুনিক শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণকেও সম্মোহিত করে। বেদের আলোকে খ্রিস্টপূর্ব ষোলশ শতাব্দিতে উপনিষদ রচনার মাধমে এর মূল বিষয় ব্রহ্ম আর আত্মার তত্ত্বখোঁজা হয়েছিল। তখন প্রমাণ হয়েছিল ব্রহ্ম আর আত্মা অভিন্ন। উপনিষদ রচনার কিছুকাল পর প্রায় দুই হাজার নয়শত বছর আগে যখন শ্রীমদ্ভগবদগীতা আবির্ভাব হয় তখন থেকেই হিন্দু ধর্মের আচরণবিধি, গতিপথ প্রসারিত হতে থাকে। পৌরাণিক কাহিনীর বৈচির্ত্যে, সংস্কৃতির বিস্তারে, নৈতিক আচরণবিধিবিধানে, অবৈদিক জনগোষ্ঠীও সর্বশক্তিমত্তার সর্বব্যাপী অবস্থান স্বীকার করে প্রার্থনারত হতে থাকে।চব্বিশ হাজার শ্লোকের রামায়ণ, আর নব্বই হাজার শ্লোকের মহাভারত হিন্দু দর্শনের অমূল্য সম্পদের বিশেষত্ব 'অবতারবাদ'। যুগাবতার অবলম্বন করে ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফালগুনী দোল পূর্ণিমায় আবির্ভাব ঘটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। পিতা প-তি জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী তখন পশ্চিমবঙ্গ জেলার নবদ্বীপ শহরে বসবাস করছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস বাংলাদেশে। সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। বিদ্যার্জনের মনোবাসনায় মহাপ্রভুর দাদা উপেন্দ্র মিশ্র বাবা জগন্নাথকে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ বছর বয়সে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জলপথে সিলেটে আগমন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি উদ্ধার। এখানেও তিনি ভক্তি অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে মহাপ্রভু বৈষ্ণব ভক্ত ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। তখন থেকে কৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হয়ে ছাত্র শিষ্যদের স্বরচিত পদাবলী সংকীর্তনের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

'হরি হরয়ে নমো: কৃষ্ণ মাধ্বায়নম:
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুগণ'

বৈষ্ণবভক্ত প্রচারে শ্রী চৈতন্যদেব সংকীর্তন আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আধুনিক হিন্দু সমাজ জাগরণে তখনকার সময়ের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হন। শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্ব সনাতন হিন্দু ধর্ম মতাবলম্বীর নব সংস্করণ। বৈষ্ণবতত্ত্ব জাতিভেদ প্রথায় নির্যাতিত মানুষের মনে প্রবল আবেগের সঞ্চার করে। জাতভেদ শ্রেণি বৈষম্যের শিকার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সংকীর্তন পরিক্রমণে আকৃষ্ট হয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকে।নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীরাম, মুকুন্দ দত্ত, অদৈত আচার্যসহ অনেকে বৈষ্ণবভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ সংকীর্তন যাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন। হরিভক্তি আস্বাদনে মহাপ্রেমিক হতে শ্রীচৈতন্যদেব অনেককে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পু-রীক বিদ্যানিধি, দরিদ্র শ্রীধর প-তি, ভক্ত হরিদাসসহ অনেককে বুকে টেনে নিয়ে নব প্রবর্তিত প্রেমভক্তির শক্তিশালী দর্শন উপলব্ধিতে মনোনিবেশ ঘটান।

চৈতন্যভক্তির ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে শিষ্যরা নবদ্বীপ ছেড়ে বৃন্দাবন, পুরী, শান্তিপুর, মায়া, দাক্ষিণাত্য, নীলাচল, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন প্রসারিত করতে থাকেন। ২৪ বছর বয়সে ১৫১০ সালের ২৬ জানুয়ারি মাঘী শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে আচার্য কেশব ভারতীর নিকট থেকে হিন্দু শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিই মহাপ্রভুর নাম রাখেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

মহাপ্রভু ১৫১০ থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহে পরিক্রমণ করে ভক্তিবাদ প্রচার করেন। লুক্ত অনেক তীর্থ স্থান পুনরুদ্ধার করেন। ১৫১৬ সালে তিনি জন্মস্থান নবদ্বীপে এসে জন্মদাত্রী মা এবং স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে কৃষ্ণপ্রিয়া হওয়ার আহ্বান জানান। মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও সংস্কারের মাধ্যমে লীলামাধুর্য উপস্থাপন করে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের আদর্শকে বৈষ্ণববাদে রূপান্তর করেন।মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনের বিশ্বরূপ সংসারের শেষ আঠার বছর পুরীতে বসবাস করে শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণ ভাবনায় মত্ত থাকেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন মাত্র ৪৭ বছর বয়সে জগন্নাথদেবের মন্দিরের কপাট বন্ধ করে বিগ্রহের সাথে বিলীন হয়ে গৌরবর্ণের কান্তি দেহখানির চিরতরে অন্তর্নিহিত হন।সনাতন ধর্মের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঈশ্বর আরাধনাকে নবরূপে রূপায়িত করেছে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বন করে সংকীর্তনের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রার্থনার অসাধারণ বৈচির্ত্যতাকে 'চৈতন্যযুগ' হিসাবে পরিগণিত করার কৃষ্ণভাবনামৃতের ক্ষেত্র তৈরি করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সংকীর্তন মহাযাত্রা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে দেশে নগরে নগরে পরিক্রমণ হতে থাকে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

অস্কারের দৌড়ে শাহরুখের 'ডাঙ্কি'

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সমালোচক থেকে সাধারণ দর্শক, শাহরুখ খানের 'ডাঙ্কি' নিয়ে বিভিন্ন মতামত সামনে এসেছে। বক্স অফিসে ৪৫০ কোটির দোরগোড়ায় এই ছবি। এবার শোনা যাচ্ছে, অস্কারের মনোনয়নে পাঠানো হচ্ছে রাজকুমার হিরানির ছবি 'ডাঙ্কি'কে। জানা গেছে, ইতোমধ্যেই ছবির মনোনয়ন পাঠানো হয়েছে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য।

সূত্রের খবর, অস্কারের মনোনয়নে পাঠানো হয়েছে শাহরুখ খানের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ডাঙ্কি'। এর আগেও অস্কারে পাঠানো হয়েছে শাহরুখের ছবি। অমন পালেকর পরিচালিত 'পাহেলী' পাঠানো হয়েছিল অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে। এরপর শাহরুখের 'স্বদেশ' ছবিটিও পাঠানো হয় অস্কারে। কিন্তু দুইটি কোনওটাই শেষ পর্যন্ত অস্কার নিয়ে ফিরতে পারেনি। এবার শোনা যাচ্ছে, 'ডাঙ্কি'কে সম্বল করেই এবার অস্কারের পথে ফের শাহরুখ।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে 'পাঠান' ছবির হাত ধরে শুরু হয় শাহরুখ খানের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা বছর। সারা বিশ্বজুড়ে প্রথমদিন থেকেই ঝড় তোলে অ্যাকশনে মোড়া এই ছবি। ছবির টোটাল কালেকশন ১০৫০.৩০ টাকা। ১০০০ কোটি পেরিয়ে থেমে থাকেননি শাহরুখ। সেপ্টেম্বরে মুক্তি পায় বহু প্রতীক্ষিত 'জওয়ান'। বলিউডি মশালা ছবির মোড়কে আদ্যপান্ত একটি রাজনৈতিক ছবি 'জওয়ান'। 'পাঠান'র থেকেও এই ছবি বেশি পছন্দ করে দর্শক। সারা বিশ্ব জুড়ে এই ছবির মোট আয় ১১৪৬ কোটি টাকা। অবশেষে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুক্তি পায় ডাঙ্কি। বছরের শুরুতে এ যাবৎ ছবির আয় ৪৪৭.৭০ কোটি। তিনটি ছবির ব্যবসা যোগ করলে দেখা যায়, শাহরুখ একাই একবছরে বলিউডের ঝুলিতে দিয়েছেন ২৫০০ কোটি টাকার বেশি।

নিজের বাবাই কঙ্গনাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত খুব অল্প বয়সেই হিমাচল ছেড়ে মুম্বাইয়ের পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি কোনও 'গডফাদার' ছাড়াই নিজেকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে সে পথ মোটেও সহজ ছিল না। শুধু কঙ্গনার কর্মজীবনই নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ঝড় এসেছিল।

নিজের বাবা-মায়ের কাছে যে তিনি অবাঞ্ছিত সন্তান, তা আগেই জানিয়েছিলেন কঙ্গনা। এ বার সেই বক্তব্যকে আর স্পষ্ট করে দিলেন কঙ্গনার বাবা অমরদীপ রানাউত। এক সময় কঙ্গনাকে গুলি করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর বাবাই! মনোজ মনুতাসিরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা জানান, ছোটবেলা থেকে বাবার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন স্বপ্ন দেখার। কিন্তু কঙ্গনার সেই স্বপ্নই যখন বড় হয়ে যায়, মেনে নিতে পারেননি তিনি। মুম্বাইতে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন চেপে বসে। এ দিকে কঙ্গনার পরিবার চাইছেন, চন্ডীগড়ে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যান তিনি। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বদলে তিনি একটু আলাদা ভাবে গড়তে যান ক্যারিয়ার। বাড়িতে জানান, সিনেমার মতো ভিন্ন কিছু পেশায় যেতে চান তিনি। মেয়ের এই সিদ্ধান্ত কঙ্গনার বাবার কাছে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ছিল। শুধু তাই নয়, আশপাশের মানুষ ও সমাজের কাছ থেকে কী প্রতিক্রিয়া আসতে পারে, তা নিয়েও পেয়েছিলেন ভয়। মেয়ের এমন সিদ্ধান্ত শোনার পর তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন বাবা অমনদীপ।

কঙ্গনার কথায়, 'আর পাঁচটা রাজপুত পরিবারের পুরুষদের মতো, তার বাবাও রেগে গিয়ে বলেন, আমার রাইফেল নিয়ে আসো, ওকে গুলি করে মেরেই ফেলব।' তবে তার বাবার সে দিনের সিদ্ধান্তের জন্যই তিনি বর্তমানে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে পেরেছেন বলেই বিশ্বাস কঙ্গনার।

প্রেমিকের সঙ্গে উদ্দাম পার্টি, জাহ্নবীর রোষের মুখে শচীন-কন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দিন কয়েকের মধ্যেই প্রেমিককে নিয়ে তিরুপতি মন্দিরের যান আশীর্বাদ নিতে। তবে মুম্বই ফিরতেই নাকি শিখর-জাহ্নবীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন।

বলিউডের এক সময়ের 'হার্টথ্রব' অভিনেত্রী শ্রীদেবীর মেয়ে তিনি। বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেও নজরে এসেছেন জাহ্নবী কাপুর। তার নিজের ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি এসেছিলেন পরিচালক করণ জোহরের কফির আড্ডায়। আর সেখানেই বলে ফেলেন নিজের প্রেমিকের নাম। মুখ ফস্কে শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে নিজের প্রেমের সম্পর্কের কথা জানান জাহ্নবী।

তার দিন কয়েকের মধ্যেই প্রেমিককে নিয়ে তিরুপতি মন্দিরের যান আশীর্বাদ নিতে। তবে মুম্বাই ফিরতেই নাকি শিখর-জাহ্নবীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হয়। তিনি শচীন তেন্ডুলকার-কন্যা সারা তেন্ডুলকার। এ নিয়ে নাকি জাহ্নবীর রোষের মুখে পড়তে হয় শচীন-কন্যাকে।

ইনস্টাগ্রাম হোক বা বলিউডের পার্টি- কোথাও সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি জাহ্নবী বা শিখর কেউ-ই। তবে শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর থেকে সর্বক্ষণই জাহ্নবীর পাশেই দেখা গিয়েছে শিখরকে। বলিউডে পা রাখার আগে থেকেই নাকি শিখরের সঙ্গে প্রেম ছিল জাহ্নবীর। যদিও বলিউডে অভিষেক হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর স্রেফ বন্ধুত্বের সম্পর্কই বজায় রেখেছিলেন তাঁরা।

তবে ঈশান খট্টর, কার্তিক আরিয়ানের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পরে পুরনো বন্ধু ও প্রাক্তন প্রেমিক শিখরের কাছেই ফিরেছেন শ্রীদেবী-কন্যা। এবার করণের শো-তে এসে সম্পর্কে সিলমোহর দেওয়ার পরই শচীন-কন্যা সারা তেন্ডুলকারের সঙ্গে রাতের পার্টিতে দেখা যায় শিখরকে। প্রেমিককে নিয়ে জাহ্নবী যে বেশ স্পর্শকাতর, তা আগেই বিভিন্ন সময় বুঝিয়েছেন। এমনকি, নিজের ফোনের 'স্পিড ডায়াল'-এ থাকে প্রেমিকের নম্বর।

কিন্তু শিখরের সঙ্গে সারাকে পার্টিতে করতে দেখেই নাকি শচীন-কন্যাকে ইনস্টাগ্রামে ওআনফলো করেছেন অভিনেত্রী। ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, শিখরের সঙ্গে সারাকে দেখে নাকি মনোক্ষুণ্ণ হয়েছেন শ্রীদেবী-কন্যা! সেই কারণে নাকি এই সিদ্ধান্ত। তবে সত্যিটা জানেন কেবল জাহ্নবীই।

চাচা শ্বশুর আমার ক্রাশ ছিলেন : নীতু কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি সপ্তাহে 'কফি উইথ করণ সিজন ৮'-এ অতিথি হয়ে আসছেন দুই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জিনাত আমান এবং নীতু কাপুর। সেই পর্বের প্রোমোও এসেছে প্রকাশ্যে। যেখানে পরিবার ও নিজের সম্পর্কে বেশ কিছু 'সিক্রেট' শেয়ার করেছেন নীতু কাপুর। এই শো-তে হাজির হয়েই ঋষি কাপুরের স্ত্রী জানালেন, চাচা শ্বশুর শশী কাপুরকে বেশ পছন্দ ছিল তার। রীতিমতো 'ক্রাশ' ছিল এই অভিনেত্রীর। যা শুনে বেশ চমকে ওঠেন সঞ্চালক করণ জোহর।

সত্তর-আশির দশকে বলিউডের ডাকসাইট সুন্দরী ছিলেন নীতু কাপুর। অনেকেরই হৃদয়ের রাণী ছিলেন তিনি। কিন্তু নীতু কেবল মন দিয়েছিলেন অভিনেতা ঋষি কাপুরকে। নিজের স্বামীর বাইরেও নাকি আরও একজনকে বেশ পছন্দ ছিল তার। সেটা আর কেউ নন, খোদ তারই চাচা শ্বশুর। করণের শো-তে প্রকাশ্যেই বলে দেন সেই কথা। ওই এপিসোডে সঞ্চালক তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ক্রাশ ছিল কেউ?' জবাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীতু বলে ফেলেন, 'হ্যাঁ। শশী কাপুর। কী নিদারুণ সুন্দর।'

এটা শুনেই চমকে ওঠেন করণ জোহর। পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সে না আপনার চাচা শ্বশুর?' নীতুর সহজ স্বীকারোক্তি, 'এতটুকু হতেই পারে।'

অস্ট্রেলিয়া ওয়ানডে
দলের নেতৃত্বে স্মিথ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। দল ঘোষণার সময় প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি নিশ্চিত করছেন, প্রথম টেস্টে ওপেন করবেন স্টিভ স্মিথ। সেই সঙ্গে স্মিথের কাঁধেই ওয়ানডে সিরিজে নেতৃত্বের ভার পড়েছে। প্যাট কামিন্সকে বিশ্রাম দেওয়াতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

এর আগেও ২০১৮ সালে মায়ের মৃত্যুতে কামিন্স দেশে ফিরে যাওয়ার পর ওয়ানডেতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ। এদিকে শুধু কামিন্সই নন, ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে থাকবেন না মিচেল মার্শ, মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউডও। তারাও ছুটি পেয়েছেন ওয়ানডে সিরিজ থেকে।

টেস্টে উসমান খাজার সঙ্গে স্মিথ ওপেনিং করবেন। ফলে চারে খেলবেন ক্যামেরন গ্রিন। ১৩ সদস্যের দলে ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে আছেন ম্যাট রেনশও। ১৩ জনের দলে সুযোগ মেলেনি ওয়ার্নারের বিকল্প হিসেবে অনেকের অনুমানে থাকা ক্যামেরন ব্যানক্রফট ও মার্কাস হ্যারিসের।

একই দিনে ঘোষিত ওয়ানডে দলে একেবারে নতুন মুখ হিসেবে ফাস্ট বোলার ল্যান্স মরিসকে ডেকেছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিস। ২০২২ সালের পর প্রথমবার ওয়ানডে দলে ঢুকেছেন ঝাই রিচার্ডসন। এ ছাড়া সুযোগ পেয়েছেন অ্যারন হার্ডি, ম্যাট শর্ট ও নাথান এলিস।

অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দল: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স কেয়ারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হেইজেলউড, ট্রাভিস হেড, উসমান খাওয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, ন্যাথান লায়ন, মিচেল মার্শ, ম্যাট রেনশ, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক।

অস্ট্রেলিয়া ওয়ানডে দল: স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, ন্যাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মার্নাস লাবুশেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ল্যান্স মরিস, ঝাই রিচার্ডসন, ম্যাথু শর্ট, অ্যাডাম জ্যাম্পা।

২ মাসের জন্য মাঠের বাইরে ব্রাজিল তারকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ফিফা নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। এবার নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়রের অধীনে টানা ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার লক্ষ্যে নামার অপেক্ষায় সেলেসাওরা। ঠিক এরই মাঝে তারকা মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতার ইনজুরির খবর এসেছে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ওয়েস্টহ্যামের হয়ে দারুণ সময় কাটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু বাঁ-হাঁটুর চোটে পাকেতাকে অন্তত ২ মাসের জন্য বাইরে থাকতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যম বিবিসি। গত রবিবার এফএ কাপের ম্যাচে ব্রিস্টল সিটির বিপক্ষে ওয়েস্টহ্যামের হয়ে খেলেছেন এই ব্রাজিল তারকা। গত ডিসেম্বরের শেষদিকে আর্সেনালের বিপক্ষে পাওয়া চোট নতুন করে এদিন জেগে উঠেছে পাকেতার। যে কারণে ম্যাচ শেষ হওয়ার ১৪ মিনিট আগেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাকে মাঠ ছাড়তে হয়। হাঁটুতে চোট থাকায় ২ জানুয়ারি ব্রাইটনের বিপক্ষেও ম্যাচটি খেলতে পারেননি তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, পাকেতার চোটের মাত্রা জানার জন্য একজন বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে। ২০২৩ সাল-জুড়ে ওয়েস্টহ্যামের অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিলেন ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার। তার ছিটকে যাওয়ার খবরটি নিশ্চিতভাবে বড় ধাক্কা হয়ে আসছে ডেভিড ময়েসের দলের জন্য। ৪৩ বছরের ইতিহাসে ওয়েস্টহ্যাম গত বছরের জুনে প্রথম কোনো শিরোপা জিতেছিল। ইউরোপা কনফারেন্স লিগে ফ্লোরেন্তিনাকে হারানোর দিনও ম্যাচজয়ী গোলটি আসে পাকেতার পাস থেকে।

আবারও এমবাপ্পে-রিয়াল গুঞ্জন;
যা বলছে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ট্রান্সফার সিজনে আবারও আলোচনায় কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজির দড়ি টানাটানি। ২০২১ সালে শুরু হয়ে যা আজও চলমান। তবে এবারই হয়তো এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাওয়ার শেষ সুযোগ। নয়তো আর কখনোই নয়!

ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ এরই মধ্যে এমবাপ্পেকে পাওয়ার জন্য নতুন করে চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, পিএসজি সভাপতি নাসির আল-খেলাইফি তাকে দলে ধরে রাখতে চান। একইসঙ্গে পিএসজিই এমবাপ্পের জন্য সেরা ক্লাব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে এমবাপ্পের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ জুনের পর শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগামী মৌসুমে নতুন ক্লাবে যোগদানের জন্য তিনি ফ্রি এজেন্টে পরিণত হবেন। আল-খেলাইফি স্থানীয় ব্রডকাস্টার আরএমসিকে বলেন, 'কিলিয়ানকে আমি ধরে রাখতে চাই, এ বিষয়ে কোনো গোপনীয়তা রাখতে চাই না। কিলিয়ান বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় আর প্যারিস তার জন্য সেরা ক্লাব।'

আল-খেলাইফি বলেছেন, 'পিএসজিতে বিশ্বের সেরা ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে, বিশ্বের সেরা কোচ লুইস এনরিকে রয়েছেন। প্রতি বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত হয়, কমপক্ষে শেষ ষোলো পর্যন্ত আমরা খেলে থাকি। কোয়ার্টার ফাইনাল এমনকি সেমিফাইনাল ও ফাইনালেও খেলার সুযোগ হয়েছে। বিশ্বের বড় ক্লাবগুলোর পাশেই আমরা সবসময় থেকেছি।'

ধর্ষণ মামলায়
তারকা ক্রিকেটারকে ৮ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সপ্তাহ দেড়েক আগে নেপালের সাবেক অধিনায়ক সন্দ্বীপ লামিচানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়ার আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির কাঠমান্ডু জেলা আদালত। বুধবার তার বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে তাকে তিন লাখ নেপালি রুপি জরিমানা এবং ভুক্তভোগী কিশোরীকে আরও দুই লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। খবর দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট এর।

গত ২৯ ডিসেম্বর আদালতের বেঞ্চ জানিয়েছিলেন, দেশটির সাবেক অধিনায়ক লামিচানের বিরুদ্ধে ২৬ বছর বয়সী গুশালাকে (ছদ্মনাম) ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের ২১ আগস্ট তিলগঙ্গা হোটেলে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণের ওঠে তার বিরুদ্ধে। এর আগে, প্রথম দফায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই লামিচানে জানিয়েছিলেন, তিনি পুলিশের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করতে রাজি। আইনি পথেই বিষয়টি দেখে নিতে চান। একইসঙ্গে উল্লেখ করেন যে তিনি চক্রান্তের শিকার।

পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর নেপাল ক্রিকেট দলের হয়ে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপ লিগ ২-তে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেন লামিচানে। তবে সেখানে বিপক্ষ দল নামিবিয়া এবং স্কটল্যান্ডের কোনো ক্রিকেটার তার সঙ্গে হাত মেলাননি। পরবর্তীতে তাকে আরেকটি ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে বাদ দেয় নেপাল। যদিও এক ক্রিকেটার চোট পাওয়ায় তাকে ফের দলে নেওয়া হয়। এরপর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী ম্যাচ খেলেন লামিছানে। ডানহাতি এই লেগস্পিনার শেষবার দেশের হয়ে নেমেছিলেন আগস্টে। ওই সময় কেনিয়ার বিপক্ষে তিনি একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। এরপরই তাকে ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করে নেপাল ক্রিকেট বোর্ড (সিএএন)। অবশ্য পরবর্তীতে ১৫ হাজার ৩০০ ডলারের বিনিময়ে তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হলেও চূড়ান্ত রায়ের আগে তার দেশ ছাড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পরে অবশ্য সেই বাধাও পার হয়ে দেশের বাইরে খেলেছেন লামিচানে।

লিভারপুল শিবিরে ইনজুরির হানা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি মৌসুমে লিভারপুলের রক্ষণে সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে ছিলেন ট্রেন্ট আলেকজেন্ডার-আনর্ল্ড। তবে ইনজুরির ধাক্কায় লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন তিনি।

আলেকজেন্ডার-আনর্ল্ডের ইনজুরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লিভারপুলের সহকারী কোচ পেপ লেন্ডার্স। ৯ জানুয়ারি তিনি জানিয়েছেন, হাঁটুর চোটে ভুগছেন আলেকজেন্ডার-আনর্ল্ড। সেরে উঠতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে ২৫ বছর বয়সী এই ফুটবলারের।

গত রবিবার এফএ কাপে আর্সেনালের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে চোট পান আনর্ল্ড। সেই ম্যাচে দলের হয়ে গোলের সূচনা করেন এই ইংলিশ ফুটবলার। তার ফ্রি কিক ক্লিয়ার করতে গিয়েই নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন আর্সেনালের পোলিশ ডিফেন্ডার কিভিওর।

সামনেই লিভারপুলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। লিগ কাপের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে আজ ফুলহ্যামের মুখোমুখি হবে প্রিমিয়ার লিগের দলটি। এরপর প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ২১ জানুয়ারি খেলবে লিভারপুল। তিন দিন পর ফুলহ্যামের বিপক্ষে শেষ চারের ফিরতি লেগে লড়বে তারা।

চলতি মাসেই লিভারপুলের আরও দুটি ম্যাচ আছে। ২৭ জানুয়ারি এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে নরিচ সিটি কিংবা ব্রিস্টল রোভার্সের মুখোমুখি হবে জার্গেন ক্লপের দল। ৩১ জানুয়ারি চেলসির বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। এই ম্যাচেগুলোতে নিশ্চিতভাবেই আনর্ল্ডকে পাবে না তারা।

ভারতের বিপক্ষে
টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেই রশিদ খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরি কাটিয়ে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন আফগান স্পিন তারকা রশিদ খান। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটি মাঠে গড়ানোর আগে দলের 'মূল অস্ত্র'কে হারানোর কথা জানান আফগান অধিনায়ক ইব্রাহীম জাদরান। গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'সে (রশিদ) পুরোপুরি ফিট নয়, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে। সে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করি যত দ্রুত সম্ভব সে (দলে) ফিরবে। আমরা (পুরো) সিরিজে তাকে মিস করবো।'

সম্প্রতি পিঠের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে রশিদের। সেরে না উঠলেও দলের সঙ্গে ভারত সফরে যাচ্ছেন তিনি। দলে মুজিব উর রহমান, মোহাম্মদ নবি, নূর আহমেদ এবং কায়েস আহমেদের মতো স্পিনার আছে; তাই রশিদের অনুপস্থিতি দলে খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে করেন ইব্রাহীম জাদরান, 'রশিদের অভিজ্ঞতাকে আমরা মিস করবো। তবে সে না থাকলেও আমাদের মুজিব, নবি, নূর এবং কায়েসের মতো কোয়ালিটি স্পিনার আছে। তারা অনেক ম্যাচ খেলেছে এবং তাদের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে।' জাদরান আরও বলেন, ভারতের বিপক্ষে তাদের মাটিতে ভালো করতে হলে তার দলকে ব্যাটিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দুই 'ব্যাটিং লিজেন্ড' বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে এরইমধ্যে ফিরিয়ে এনেছে ভারত। সবমিলিয়ে কঠিন লড়াইয়ের আগে নিজেদের 'দুর্বলতা'র বিষয়টি খোলাসা করে দিলেন আফগান অধিনায়ক।

ইংল্যান্ডের কোচ হলেন দীনেশ কার্তিক

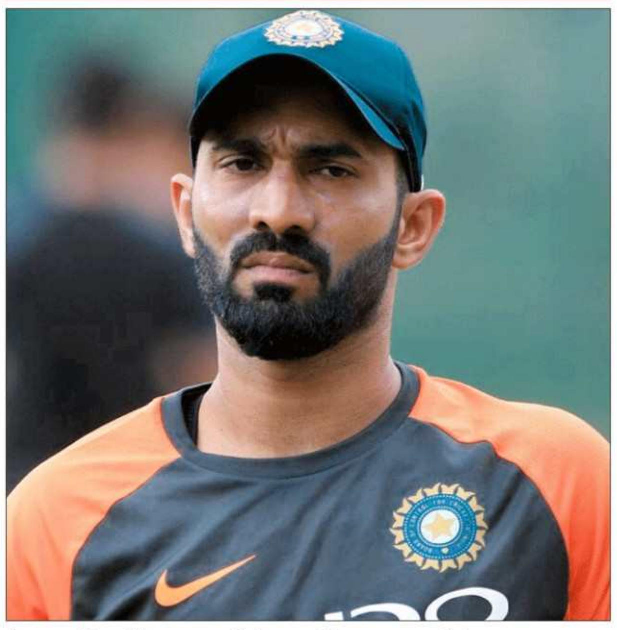

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের কোচ হলেন দীনেশ কার্তিক। থ্রি লায়ন্সদের ড্রেসিংরুমে দেখা যাবে ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটারকে।

পাঁচটি টেস্ট খেলতে ভারতে আসছে ইংল্যান্ড দল। তার আগে ভারতের 'এ' দলের বিরুদ্ধে খেলবে ইংল্যান্ড লায়ন্স নামে একটি দল। সেই দলের ব্যাটিং উপদেষ্টা করা হল কার্তিককে। তবে মাত্র ৯ দিনের জন্য এই দায়িত্বে থাকবেন তিনি। ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ। আহমেদাবাদে মুখোমুখি হবে দুই দল। প্রথম ম্যাচটি হবে দুইদিনের। ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় ম্যাচ। সেটি হবে চার দিনের। ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স ডিরেক্টর মো বোবাত বলেন, দীনেশ কার্তিককে পাওয়া দারুণ ব্যাপার। তার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। ভারতের মাটিতে টেস্টে সাফল্য পাওয়ার রহস্য জানিয়ে দেবেন কার্তিক।

২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে শেষবার ভারতের জার্সিতে দেখা যায় কার্তিককে। এরপর থেকে আর ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি। ধারাভাষ্যকার হিসেবেই দেখা যায়। তবে আইপিএলে খেলেন। ভারতে টেস্ট ম্যাচ বলে এই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল কার্তিককে। এখানকার পিচ বুঝতে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের সাহায্য করবেন তিনি। ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডে ২০১৯ বিশ্বকাপ খেলেন কার্তিক। তার আগেও দুইবার ইংল্যান্ড সফরে যান তিনি। এবার নতুন ভূমিকায় নিজেকে মেলে ধরতে তৈরি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR